সরোজ পিকচার্সের
নিবেদন
ভাইবোন
সরোজ পিকচার্স
P.C.

সরোজ পিকচার্সের নিবেদন

"ভাই-বোন"

প্রযোজনা—সরোজ চক্রবর্ত্তী

রচনা ও পরিচালনা—ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য

প্রধান কর্ম্মসচিব—কল্যান গুপ্ত
সুরশিল্পী—গৌর গোস্বামী
চিত্রশিল্পী—মদন সিন্‌হা
শিল্পনির্দেশক—প্রফুল্ল নন্দী, পীযূষমিত্র
শব্দযন্ত্রী—সত্য ব্যানার্জ্জী
বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ—এন ব্যানার্জি
সম্পাদনা—প্রনব মুখোপাধ্যায়
রূপসজ্জা—তিনকড়ি অধিকারী
যন্ত্রসঙ্গীত—সুরেন পাল
ব্যবস্থাপক—পরিমল বোস
প্রচার সচীব—প্রদ্যোৎ মিত্র
স্থিরচিত্র—শান্তি দত্ত

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা—প্রফুল্ল দাস (সহযোগী) ভবেন দাস, ভবতোষ সরকার
শব্দযন্ত্রী—দূর্গাদাস মিত্র ও জগদীশ
রূপসজ্জা—রবি ও পঙ্কজ
চিত্রশিল্পী—লোকমান, রামঅযোধ্যা
বিদ্যুৎনিয়ন্ত্রণ—লছমন
দৃশ্যশিল্পে—মিছরি লাল
ব্যবস্থাপনায়—যোগেশ বোস নিতাই পাল
সম্পাদনায়—সুহাস দত্ত, শান্তি দত্ত
প্রস্তুতি—বরেন চক্রবর্ত্তী

রূপায়নে

অহীন্দ্র চৌধরী, ফণীরায়, বিমান বন্দোপাধ্যায়, ধ্রুব চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল দাস, (হাজুবাবু) আশু বোস, তুলসী চক্রবর্ত্তী, মতিলাল, অরুণকুমার, দেবেন, গোপাল, নকুলেশ্বর, তুলসী, কালীপদ, নারায়ণ, জয়নারায়ণ, প্রশান্ত, মাঃ সুকুমার ও কুমারী সাধনা, প্রমীলা ত্রিবেদী, সুহাসিনী, রাজলক্ষী (বড়) রাধারাণী, প্রফুল্ল বালা, উমা গোয়েঙ্কা, যুথিকা, বেলা, মণিকা, কমলা, অলকা, গোপা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হিন্দুসঙ্গ (শ্যামবাজার) ডলহাউস, দমদম মনিমেলা, বেঙ্গল ষ্টুডিও ভবানীপুর রসায়নাগার—বেঙ্গলফিল্ম লেবরেটারী, বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে মিরাকল মিচেল ক্যামেরায় গৃহীত।

পরিবেশক—ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ লিঃ কলিকাতা।
মূল্য দুই আনা

কাহিনী

সুখ আর দুঃখের আলোছায়া নিয়ে কাহিনী।—এ কাহিনীতে আছে জমীদার দুইভাই নকুলেশ্বর আর সহদেব চৌধুরী আছে তাদের সন্তানহীনা দুই স্ত্রী। বড় বৌ চির রুগ্না ছোট কুঁড়ে কিন্তু সরল। কিন্তু গল্পতো এদের নিয়ে নয়—গল্প···গরীবের ঘরের মেয়েকে নিয়ে।

গাঁয়ের রঁসুয়ে বামুন ফণীরায়···গরীবের গরীব—ভাই মনিরায়কে মানুষ করতেই সে এ ব্যবসা নিয়েছে···আবার সেই ভাই দিয়েছে ঘেন্নায় তাকে পৃথক করে। সেই মনিরায়ের শালী এল বিধবা হয়ে বোনের সংসারে মেয়ে রুক্মিণী আর বাচ্চা ছেলে অমুকে নিয়ে। এই রুক্মিণীর ভাগ্য নিয়েই এ কাহিনী।

মাসীর বাড়ীর আশ্রয়ের আদর উঠলো তাদের চরমে হয়তো তাতে মা মেয়ে সব মরতো অনাদরে আর অনাহারে; কিন্তু হঠাৎ আসা কলেরায় মেসো আর মাসী পালাল ভিটে ছেড়ে—কিন্তু কলেরা রোগে সেই ভিটেতেই রুক্মিণীর মা মরলো। মৃত্যু-পথগামিনী মার কাছে মেয়ে ভাইটিকে কোলে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলে ভাইটিকে সে মানুষ করবে।

"অমুকে মানুষ আমায় করতেই হবে"—রুক্মিণীর শুধু এই চিন্তা। এই মানুষ করতেই সে মোসাহের জনার্দ্দনের ষড়যন্ত্রে বুড়ো জমীদারকে বিয়ে করলো—আবার অ-দৃষ্ট যে নিয়তি, তারই লাঞ্ছনায় সে বাড়ী থেকে রুক্মিণী বিতাড়িতও হল, সঙ্গী হল ছোট ভাইটি আর বুড়ো ফণীরায়—এই ভাগ্য বিবর্ত্তন নিয়েইতো এ গল্প।

জীবনের পথে পথে ভাইকে নিয়ে সে কত ঝড়-ঝাপটা সহ্য ক'রে তাকে মানুষ করলো—কিন্তু গ্রহর ফেরে সে ভাইও তার কোল ছাড়া হ'ল—রইল পড়ে ভাইয়ের বৌ আর তার ছোট্ট ছেলে।

এ দুঃখ তার কেন? অমুর মা-হারা ছেলেকে কোলে করে কেন সে দোরে দোরে ভিক্ষা করে ঘুরে বেড়ায়? কেনই বা অনাথ আশ্রমের দোরে না খেয়ে সে লুটিয়ে পড়ে?

তবু তার শেষ জীবনের সান্ত্বনা··· তারই স্বামী দেওরের দানে গড়া সেই অনাথ আশ্রম সে ফিরে পেলো। তার ভাইকে···কিন্তু তার পর? সুখের হাসি সে কি জীবনে দেখেছিল??—অদৃষ্ট তার সন্ধান দেবে।

(বাঈজীর গান)

পরদেশী মেহমান পহচান তুমহারী
জানে অন্‌জানে লগ্‌তী হায় প্যারী।
মেরে জীবনপর্‌ যৌবনকী ক্যায়সী বহার হায়,
নহী টুট্‌ গঈ প্যালী ইয়ে রস্‌কি বজার হায়,
ইয়ে রূপকী শৃঙ্গার হায়,
ফিকা জীবনমে মিঠি তড়্‌পন হায়,
পায়ল্‌সে লুকছিপ কর গুঞ্জ গলী মেরি।
তনবতন সব হায় তুম্‌হারা,
দেখো শুনা হায় অঙ্গন মেরা।
চুপ চুপকে তীর
চলানা, দোনয়নাকে
নজর নিশানা
কমসে কম দালতো
সতানা, কসম্‌
তুমহে হমারা
পরদেশী মেহমান,
পরদেশী মেহমান
পহচান্‌ তুমহারী॥

(আশ্রমের কীর্ত্তন)

রস ভরে দুহুঁ তনু থর থর কাঁপয়ি
ঝাঁপই দুহুঁ দোহাঁ আবেশে ভোর।
হেরি রস নাগরী, ঢল ঢল কিশোরী
পুলকিত গোপীনি-কিশোর ॥
রাই নব বধূ কি অমিয় মধু অঙ্গেতে লাবনি ঝরে
নীল বসনে কুসুম ভূষণে যেন, চাঁদ আছরি পড়ে ॥
সাজায়ে দিল, মিলন সাজে সাজায়ে দিল
ললিতা সখী হেঁসে হেঁসে রভস বেশে সাজায়ে দিল
চন্দনের বিন্দুতে ভাল সাজালো ভাল
তারি মাঝে সিন্দুরের ফোঁটা,
অলকা তিলকা দিল, দিল মালা দোলায়ে
যেন, রস সায়রে ফুল ফোঁটা ॥
লুটায়ে দিল, রক্ত অলক্তকের মাঝে ফুল মঞ্জুরী লুটায়েদিল
নব নীপমালে মেখলা সাজালে অলকে দোলালে চাঁপা
কানুর লাগিয়া সাজে নব বঁধু বাঁধি মধুর মিলন ডোর ॥

(নন্দর গান)

ও যে জাগরণে চলে যায় কেন যায় জানিনা
ও যে স্বপনে এলোরে এলো তারে আমি মানিনা ॥
ঘন কুহেলীর মাঝে ; চরণের ধ্বনী বাজে
ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে পেয়েও তারে গো পাইনা ॥
মিলনের ক্ষণে দেয় বিরহের বেদনা যে
বুকের আঙ্গনে দেখি লুকায়ে রয়েছে সে
কাঁটার গোলাপ আজি ; মিলনের মালা সাজি
মধুময় না হ'লে যে বাসর বিছাই না ॥

(ছাত্রছাত্রীর গান)

দুষ্টু ছেলে খেলার ছলে পালটে দোবো দেশের ঢং
টং টং টং।
পড়তে হবে লড়তে হবে গড়তে হবে জাহাজ গাড়ী,
হাতী ঘোড়া জোড়া জোড়া সারি সারি ভিটে বাড়ী ॥

কাঠ কাট খটাখট্ লোহা মারি ফটা ফট্
পুতুল গাড়ি হাওয়াই গাড়ী লাগাই পালিশ ঢালি রং
টং টং টং ॥
আনো কাগজ তুলো ; আনো মাটির ধুলো
আনো কাঁচের গুঁড়ো আনো টিন, এক দুই তিন, এক দুই তিন।
ভেলকী লাগে ভেলকী লাগে সাত সাগরের পারে ঘুমের পরী জাগে
সাত ভাই চম্পা নাচে তাধিন তাধিন টিং টিং টিং
জাপানে নয় জার্ম্মানে নয় থাকবে টাকা ঘরে
পুতুলে নয় খেলনায় নয় উঠবে এ দেশ গড়ে
শক্কর বাঁধ, খাইবার, তাজ, কাল তা হবে যা নেই আজ।
তখন পড়ার খাতার রাঙ্গিয়ে দেবো রামধনুকের রং
টং টং টং টং টং টং ॥

(পাঁচালির গান)

মাগো করোনা করুণা হায়
কোলের ছেলে চোখের জলে লুটায় যে তোর পায় মা ॥
কক্ষেতে শান্তিবারি সর্ম্মাজনী ধরি
দূর করে দাও তাপের গ্লানি ; বড়ই ব্যথা পায় মা ॥
অন্তরের ময়লা যত বাহিরে হয় ক্ষত
সে জালায় জলছে সবাই শান্তি এবার চায় মা
মা শীতলে শীতল করে দাও শীতল কোরে দাও মা
শীতল কোরে দাও ॥

(সীতার গান)

নেতাজী, নেতাজী লহপ্রণতি
সফল ভারতে আজি নব জাগরণ।
কোটি কণ্ঠ আজি গাহে, তব জয়গান
কোটি প্রাণ আজি চাহে তব নবদান,
কোটি, অন্তর হোল আকুল আজি, দাও দাও পুনদরশন।
ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সেই রাতে লইলে বিদায় আলো নাই নাহি ছিল আশা
বন্ধুর পথ তব করেনি পিছল সজল চোখের কোন ভাষা।
দি নাই ফুলমালা গলে ; দি নাই চন্দন ভালে।
মঙ্গল কলসী রেয়েছে পড়ে, তুমি এসো তুমি এসো
তব অভ্যুদয় চাহে জনগন ॥

বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী বিশ্বের দরবারে মধ্যেই আসন লাভের অধিকারী তারই প্রাণস্পর্শ চিত্ররূপ।

তারাশঙ্করের

ধাত্রীদেবতা

ভূমিকায়

ছায়াদেবী
অঞ্জলিরায়
অনুপকুমার
দ্বন্দা, মাঃ শম্ভু
শম্ভুমিত্র

পরিচালনা ঃ কালীপ্রসাদ ঘোষ

সঙ্গীতঃ দুর্গা সেন

অতি শীঘ্রই কলিকাতার অভিজাততম প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করিবে—

ঃ একমাত্র পরিবেশক ঃ

ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ লিঃ

৩২এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Published by Prodyut Mitra on behalf of E. F. Ex. Ld., and Printed by J. N. Bose at The Print India. 3/1, Mohon Bagan Lane, Cal. 4.